International Research Journal of Education and Technology
Peer Reviewed Journal
ISSN 2581-7795

শরৎচন্দ্র ও বিভূতিভূষণের সাহিত্যে শিশু চরিত্রের অবদান

Parasar Gangopadhyay [1]
Dr.Samir Prasad [2]

PhD Research scholar, Department of Bengali, Sunrise University[1]

Professor, Department of Bengali, Sunrise University[2]

সারসংক্ষেপ

সাহিত্য জীবনে শিশুচরিত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।আমাদের প্রাত্যহিক জীবনধারায় নরনারী ভূমিকা যেমন প্রধান তেমনি শিশু চরিত্রের ভূমিকাও কম নয় ।সচল জীবনধারায় শিশুকে কেন্দ্র করে নানান সাহিত্য শিল্প গড়ে ওঠে ।শৈশব হলো জীবনের প্রথম এক পর্যায় যেখানে মন অপূর্ণতা অবস্থায় থাকে তাতে কৌতূহলের সীমা থাকে না এবং থাকে অপরিসীম অনাবিল আনন্দ |শিশুর মন কোমল তাতে থাকে রস তৃষ্ণা এবং বিশ্বাসের প্রতি প্রবল আগ্রহ "মুকুল " -এ শিবনাথ শাস্ত্রী শিশুর বয়স সীমা বলতে ৮/৯ হতে ১৫/১৬বছর বয়স পর্যন্ত প্রসারিত করেছিলেন ।তার মতে ৪/৫চার বছর বয়সের জন্য শ্রী সাহিত্য রচনা করা যায় না ।আমার এখানে দায়িত্ব নয় সাইতি শিশুর ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করছি তাই শিবনাথ শাস্ত্রীর মত অনুসারে কিশোর বয়স পর্যন্ত এই আলোচনা প্রসারিত হতে পারে ।এখানে শরচন্দ্র ও বিভূতিভূষণের নির্বাচিত সাহিত্যে সৃষ্ট শিশুচরিত্রের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচিত হলো।

মূল বিষয়বস্তু

শিশু সাহিত্য এবং সাহিত্যের শিশু এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে ।সকল প্রকার সাহিত্য শিশু ভিত্তিক নয় ।শিশুদের ভাবধারার মতো করে কিছু সাহিত্য রচনা হলেও সেই সাহিত্যে রসের পরিপূর্ণতার পেছনে রয়েছে প্রবল ব ব্যা ব্যাঙ্গাত্মক অনুভূতির প্রকাশ ।সমাজের যাদের প্রতি সামনাসামনি প্রতিবাদ করা অসম্ভব সাহিত্যের মাধ্যমে সেই প্রতিবাদ ঈর্ষা সমস্ত ব্যাঙ্গাত্মকভাবে তুলে ধরা যায় ।এই বেক্তাত্মক রচনার পরে সেই রস অনুভূতি শিশুরা গ্রহণ করলে ও ভেতরের গভীর মর্মার্থ বোঝার জন্য প্রাপ্তবয়স্ক না হলে তা অর্থ বোঝা সম্ভব নয় উদাহরণস্বরূপ সুকুমার রায়ের "আবোল তাবোল "হ -য- ব - র - ল" এগুলির লঘুতা ও কৌতুকের পশ্চাতে সুক্ষ্মবঙ্গাত্মক অন্তর্নিহিত বক্তব্য কেমন বড়দের জন্যই ।

শিশু সাহিত্যের ক্রমবিকাশ কিভাবে হলো তা সম্পর্কে আমাদের জেনে নেওয়া প্রয়োজন ।প্রতিটি সংস্কৃতির অন্তরে রূপকথা,উপকথা,প্রচলিত সেখান থেকেই এই সাহিত্যের বিকাশ ঘটে।১৫২৮ সালে প্রথম ফ্রান্সের সাললিত ইউরোপের রূপকথার সাহিত্যের সংকলন করেন এবং তা প্রায় দ্রুতই ইংরেজিতে অনুবাদ হয়ে ইউরোপে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে ।এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য সাহিত্য হল Cenderella, Blue Beardইত্যাদি | হ্যানস ক্রিশ্চিয়ান আন্ডারসন হচ্ছেন ডেনমার্কের শ্রেষ্ঠ শিশু সাহিত্যিক । তার উল্লেখ - যোগ্য গ্রন্থ গুলি হল - "The wild Swams " এবং The tinder BoX , এছাড়া ও উল্লেখযোগ্য শিশু সাহিত্যিকরা হলেন- ইংল্যান্ডের চার্লস কিং সলিং (The water Babies), মার্কিন লেখক মার্ক টোয়েন (The Adventures of Tom Sawyer এবং Huckle berry Film) প্রমুখ।

বাংলার শিশু সাহিত্য অনেকাংশই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ইউরোপীয় শিশু সাহিত্যিকদের কাছে ধনী কারন এই ইউরোপীয় সাহিত্যের সাথে পরিচয় হওয়ার আগে আমাদের দেশের প্রাচীন শিশু সাহিত্য বলতে বিষ্ণুশর্মার "পঞ্চতন্ত্র " ও হিতোপদেশে

© 2023, IRJEdT Volume: 05 Issue: 07 | July-2023

International Research Journal of Education and Technology
Peer Reviewed Journal
ISSN 2581-7795

সোমদেবের " কথাসরি সাগর " ইত্যাদি কিন্তু এগুলিকে বিশুদ্ধ শিশুসাহিত্য বলা যায়না' ।রূপকথার পাশাপাশি প্রাচীনকালে ছোট সাহিত্য প্রচলিত ছিল ।এটি ছিল শিশু সাহিত্যের পরিপূরক ।অবশ্য ১৯০৭ সালে "ঠাকুরমার ঝুলি "সংগ্রহ করে নিরঞ্জন মিত্র মজুমদার বাঙালি রূপকথা কে সাহিত্যের বিশিষ্ট আসনে বসান।রূপকথার পাশাপাশি "ঘুমন্ত পুরী ",সুখ দুঃখ মালঞ্চ মালা,বানর রাজপুত্র,ছেলে ভুলানো ছড়া,ইংরেজি সাহিত্যের সাথে পরিচয় হওয়ার আগে এগুলো ছিল বাঙালি শিশু সাহিত্যের নিজস্ব রচনা ।

খ্রিস্টীয় মিশনারীদের আবির্ভাবের মাধ্যমে ভারতের নতুন যুগের সূচনা ঘটে।সমাজে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নতুন সাম্রাজ্যবাদের বিকাশের ফলে সাংস্কৃতিক জীবনে নতুন ভাবধারার প্রত্যাবর্তন ঘটে 'I২৮০০ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার ফলে বাংলা সাহিত্য এক নতুন বাঁক নেয় রামরাম বসুর "প্রতাপদিত্য চরিত " (২৮০১)কে কেন্দ্র করে সাহিত্যে আধুনিকতা শুরু হলেও পরে একে একে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যা লং কার,তারিনী চরণ মিত্র ,বিদ্যাসাগর প্রমুখো বিশিষ্ট ব্যক্তিদের রচনা উঠে আসে ।সহজ পাঠ্য কাহিনী রচনায় উইলিয়াম কেরির ইতিহাসমালা (১৮১২) এক উল্লেখযোগ্য পাঠের উদাহরণ ।

মিশনারিদের সহায়তায় ১৮১৭ সালে দুটি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে ।রামমোহনের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ডেবিট হেয়ার এটি গড়ে তোলেন ।এই দুটি প্রতিষ্ঠান হল স্কুল বুক সোসাইটিএবং কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি ।স্কুল বুক সোসাইটির উদ্দেশ্য ছিল কলকাতায় ১৩৬ টি পাঠশালা পরিচালনা করা এবং কলকাতার স্কুল বুক সোসাইটির কাজ ছিল পাঠশালার প্রয়োজনে বিভিন্ন বিষয়ক গ্রন্থ বাংলা ভাষায় প্রকাশিত করা ।এই শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান নানান পত্র পত্রিকা আরও এগিয়ে নিয়ে গেল ।যেমন রামচন্দ্র মিত্রের পক্ষীর বিবরণ (১৮৪৪) 'মদনমোহন তর্কালঙ্কারের "শিশু শিক্ষা " (১৮৪৯) প্রমুখ।এরপর সাহিত্য ক্ষেত্রে আসন বিদ্যাসাগর ।তিনিরচনা করেন - বোধদয়, বর্ণপরিচয় ও কথা বলা ।এছাড়া বিশেষ কিছু শিশুদের জন্য লেখেনি,সেই সময়ে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বিধিধাম সংগ্রহ একটি মাসিক পত্রিকা শিশু কিশোর ও সর্বসাধারণের কাছে আদর্শ পত্রিকা রূপে প্রকাশ পায় ।এছাড়াও কিছু পত্রিকার নানান ছদ্ম নামে লেখা শুরু হয় ।বিংশ শতাব্দীর লগ্নে রবীন্দ্রনাথ উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী (ছেলেদের রামায়ন)যোগীন্দ্রনাথ সরকার হাসিও খেলা ।অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ক্ষীরের পুতুল খান্দানের খাতা প্রমুখদের হাত ধরে শিশুর উপযোগী নানান রচনা পাই ।

সাহিত্য পাশ্চাত্যের সঙ্গে পরিচয় এর পূর্বে সাহিত্য ছিল দেব দেবী নির্ভর ।প্রাচীন ও বাংলা সাহিত্যে দেব চেতনা ও আধ্যাত্মবাদ,দেবদেবীর মাহাত্ম্য,লীলা কাহিনী প্রভৃতি বীর রস,ভক্তি রস,সিঙ্গার রসের মাধ্যমে ফুটে ওঠে ।শিশুদের জন্য এমন রচনা করতে হবে যেগুলি পাঠের মাধ্যমে তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য মনের কল্পনা শক্তি ও ভাবনাকে উচ্চ পর্যায়ে প্রকাশিত করবে। ।

সাহিত্যিক সাধারণত শিশুর ভূমিকা অল্প ।শিশুর প্রত্যক্ষ ভূমিকা তেমন ভাবে না থাকলেও আপাত দৃষ্টিতে সে ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না ।সাহিত্যে লেখক শিশুকে যেভাবে উপস্থাপনা করেছে সেখানে তার মনের উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন তেমনভাবেই সুখে কেন্দ্র করে বয়স বয়স্কদের মনেও অনুভূতির সঞ্চার ঘটিয়েছে। শিশুর দৃষ্টিভঙ্গি ও ভাবনাচিন্তা বয়স্কদের থেকে সচেতন । শিশুর বেড়ে ওঠার সাথে সাথে তার মনে আবেগ,মনের বিকাশ,জীবনের অগ্রগতি,ভাবনা চিন্তা আপনার থেকেই বেরিয়ে আসে ।লেখকদের মতে সাহিত্য জীবনকে পূর্ণরূপ দিতে শিশুদের অবদান নগণ্য।শিশু সাহিত্যে প্রধানত রোমান্টিক রস বেশি জাগ্রত হয় ।শরচন্দ্র ও বিভূতিভূষণের ন্যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্বে শিশুদের রোমান্টিক ভাবনাচিন্তার উপর ভিত্তি করে শিশু সাহিত্য গড়ে তোলে । তার রচিত "নদী ", "মুকুট ", "ডাকঘর ", ' শিশু " ছড়া ছবি " 'ভোলানাথ'',''গল্পস্বল্প', ইত্যাদিতে শিশু মনের গভীর ভাব ও অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে । এই রচনা গুলিতে অসীমের প্রতি তার আকাঙ্ক্ষা এবং প্রকৃতির সাথে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলার এক প্রবৃত্তি প্রকাশ পায়। স্ত্রীর মৃত্যু, মাতৃহীন শিশু পুত্র ও কন্যাদের বেদনা। কন্যার অসুখ কবি মনে এক বাদ সঞ্চার করে। সেই পিতার ধর্ম থেকে তিনি মনে আনন্দ জাগানোর জন্য সেই পারিবারিক পরিবেশই রচনা করেন শিশু

© 2023, IRJEdT Volume: 05 Issue: 07 | July-2023

কাব্যটি। শুধু সরল বাসল্য রসের মুখ্য বিষয় নয় এর মধ্যে রয়েছে এক রহস্যময় পরিবেশ। শিশুকে তিনি বলেছেন বিশ্ব জীবনের অংশ রূপে। কবি বলেছেন-

"জানিনে কোন মায়ায় কেঁদে
বিশ্বের ধন রাখুন বেঁধে
আমার এ ক্ষীন বাহো দুটির আড়ালে"।

রবীন্দ্রনাথের শিশুরা 'জগতের স্বপ্ন হতে'আনন্দস্রোতে ভাসতে ভাসতে 'বীরপুরুষ' হয়ে রাঙা ধুলো উড়ে টগবগিয়ে ছোট বার স্বপ্ন দেখে।'শিশু'কাব্যের দুটি বিভাগ লক্ষ্য করা যায়। একদিকে তার পরিণত মনে ফেলে আশা শৈশব জীবনের মধ্যে ফিরে যেতে চাইছে-'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর', 'সাত ভাই চম্পা','পুরনো বট ', রচনায়। অপরদিকে মাতা পিতার ভালোবাসা পূর্ণ বা রস 'হাসি রাসি',' বাবলা রানী','মায়ের আশা'।'আশীর্বাদ'ইত্যাদি ফুটে উঠেছে ।'শিশু ভোলানাথ'- এ কবি মন শৈশবে ফিরে গেছে ।কিছু মনের কামনা বাসনাপ্রায়ই তার কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে ।তিনি শুধু কবিতার পাশাপাশি নানান গল্প,নাটক ও লিখেছেন তাতে বেশিরভাগ শিশু চরিত্রই কল্পনা প্রবণ ।

উপসংহার

শরচন্দ্রের শিশুরা এসেছে অন্য রূপে ।তার বিভিন্ন প্রকার রচনায় শিশু চরিত্র প্রকাশ পেলেও সেগুলো দোষ গুণে বাস্তবসম্মত একান্নবর্তী পারিবারিক জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে গড়ে ওঠে ।এর মধ্যে যেই সহজ সারল্য;কল্পনা পবন মন ও কৌতুহল দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে ওঠে ।দারুন সরু বলা যায় 'মহেশ' গল্পে দশ বছরের মেয়ে আমি না তার বাবার অসহায়তায় কিভাবে এক নিমেষে গৃহহীন হয়ে পড়েছিল ।সেরকমই আরেকটি গল্প 'অভাগীর স্বর্গ'-কাঙ্গালী চরণের শিশু মন তার মায়ের মৃত্যুর পর সমাজপতিদের প্রতাপ দেখে এক মুহূর্তেই রূঢ়বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হয়ে ওঠে।

অপরদিকে বিভূতিভূষণের সাহিত্যে বেশিরভাগ চরিত্রই কিশোর কিশোরী চরিত্র তারা সকলেই বাস্তব রূঢ়তা থেকে সরেসহজ সরল দৃষ্টিভঙ্গিতেজীবনকে উপভোগ করতে চেয়েছে ।তিনি মনে করতেন শিশুরা যেভাবে সরল মনে ধরা দেয় বয়স্কদের মনে সংশয় ও অবিশ্বাসে সেভাবে প্রকাশ করতে পারেনা ।অসীমের রস্বাদন করা যায় শিশু চরিত্রের মাধ্যমে ।তাঁর অপু -দুর্গা,গুলকি প্রভৃতি চরিত্র নিয়ে গঠিত 'পথের পাঁচালী',এক শিশুমনের বিশাল সমাহার।এছাড়া'ইচ্ছামতি',অনুবর্তন' ,'দৃষ্টি প্রদীপ',' ' ,'অন্নপ্রাশন',প্রভৃতি গল্প শিশুদের নিয়ে লেখা। তাঁর এইসব চরিত্রগুলি রয়েছে আমাদের দৈনন্দিন জীবন ধারণার মাধ্যম যেখানে অন্তদ্বন্দ্ব ও সংঘাত ও সামাজিক প্রশ্নের বাহুল্য আনেই।

গ্রন্থপঞ্জি

- অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়- উনিশ-বিশ (১১ ই শ্রাবণ ,১৩৭৪)
- অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত (আশ্বিন ' ১৩৭৩)
- অরবিন্দ পোদ্দার -ইংরেজি সাহিত্যের পরিচয় (১৯৬৪)
- অজিত কুমার ঘোষ -শরচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্য বিচার (সেপ্টেম্বর, ১৯৬৭)
- তরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়-সাহিত্য সন্ধান (জানুয়ারি, ১৯৭১)
- অজয় কুমার ঘোষ - প্রসঙ্গ :রবীন্দ্রনাথ শরচন্দ্র ও অন্যান্য (১৩৯০)
- আমিয় রতন মুখোপাধ্যায়-জীবন শিল্পী শরচন্দ্র (জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৪)

© 2023, IRJEdT Volume: 05 Issue: 07 | July-2023